16

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...08 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩...

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও কাদের সিদ্দিকী কুমুদিনী কলেজের বাসভবন ছাড়েননি

টাঙ্গাইল থেকে ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা ঃ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের ২ সপ্তাহের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও সরকারি দলের সাংসদ আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম কুমুদিনী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষার বাসভবনটির দখল ছেড়ে দেননি। ঐ ভবন ছেড়ে দেয়া সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের বিরুদ্ধে তিনি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গত ২০শে এপ্রিল বাসভবন উদ্ধার সংক্রান্ত চিঠি পরের দিন ২১শে এপ্রিল বিশেষ দূত মারফত স্থানীয় পৈতৃক বাসভবনে এবং ২২শে এপ্রিল ঢাকার মোহাম্মদপুর বাসভবনে পাঠানো হয়। পৈতৃক বাসভবনে জনৈক আবদুস সাত্তার এবং মোহাম্মদপুরে জনৈক মোমেন চিঠি ২টি গ্রহণ করেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু ২ সপ্তাহের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও সাংসদ কাদের সিদ্দিকী ওই বাসাটি ছেড়ে দেননি। উল্লেখ্য, ১৯৪৩ সালে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা টাঙ্গাইল শহরে ১৩ দশমিক ৮৭ একর জমির উপর কুমুদিনী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কলেজ প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত বাসাটি অধ্যক্ষার বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। '৭৯ সালে কলেজটি সরকারিকরণ করা হলে অধ্যক্ষার বাসভবন এবং সামনের পুকুরটিসহ পুরো জায়গাটির দলিল মূলে সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বাসভবন এবং পুকুরটিও ওই দলিলে লেখা থাকে বলে জানা যায়। সাংসদ কাদের সিদ্দিকী গেল বছরের ডিসেম্বর মাসে তার স্ত্রী নাসরিন সিদ্দিকীর জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বাসাটি দখলে নেন। ভবনটির একটি রুমে অনুষ্ঠানটি করার জন্য তিনি বাসভবনে অবস্থানরত শিক্ষকদের অনুরোধ জানান। শিক্ষকরা এতে আপত্তি না করে তাকে জন্মবার্ষিকী পালনের সুযোগ দেন। সেই থেকে তিনি বাসভবনে অবস্থানরত শিক্ষকদের বের করে দিয়ে বাসভবনটি দখল করে নেন বলে কুমুদিনী কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

উল্লিখিত বাসভবনটির ব্যাপারে সাংসদ কাদের সিদ্দিকীর পিতা স্থানীয় সাংবাদিকদের সম্প্রতি যে তথ্য জানিয়েছেন তা নিয়ে টাঙ্গাইল শহরবাসীর মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বাসভবনটির ব্যাপারে তিনি জানান যে, বাসভবনটির মালিক যোগিনী ভট্টাচার্য নিঃসন্তান থাকায় মৃত্যুর পূর্বে তার স্ত্রীর বোনের পুত্র কালিদাস রায়কে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে উইল করে দিয়ে যান। কালিদাস আবার '৭৫ পূর্ববর্তী সময়ে সাংসদ কাদের সিদ্দিকীর নিকট রেজিস্ট্রি দলিল মূলে বিক্রি করেন। তিনি স্থানীয় সাংবাদিকদের নিকট আরো জানান যে, রণদা প্রসাদ সাহা কলেজ প্রতিষ্ঠার পর উক্ত যোগিনী ভট্টাচার্যের নিকট থেকে ভবনটি ভাড়া নিয়ে কলেজ অধ্যক্ষের থাকার ব্যবস্থা করেন এবং যা কালিদাস রায়ও গ্রহণ করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, উল্লিখিত কালিদাস রায়ের নিকট থেকে যদি সাংসদ কাদের সিদ্দিকী '৭৫-পূর্ববর্তী সময়ে ক্রয় করে থাকেন তাহলে তার দখলে তিনি এতদিন পরে গেলেন কেন, তাও আবার স্ত্রীর জন্মবার্ষিকী পালনের অজুহাতে কেন? নির্বাসিত জীবন থেকে দেশে ফিরে কেন তিনি বাসভবনটির দখলে যাননি- এ ধরনের বিস্তর প্রশ্ন শহরবাসীর মনে উঁকি দিচ্ছে। দুই সপ্তাহের অধিক সময় পর বাসভবনটি ছেড়ে না দেয়ায় জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ওই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সাংসদ কাদের সিদ্দিকীকে গত ৪ঠা মে একটি চিঠি দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কেও অবহিত করা হয়েছে বলে গত মঙ্গলবার প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে বাসভবন ছেড়ে দেয়া সংক্রান্ত ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে সাংসদ কাদের সিদ্দিকী মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। সুপ্রিম কোর্টের একজন নামকরা আইন জীবীর সঙ্গে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনের কারণে মোকদ্দমাটি এখনো রুজু করেনি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছেন।